সমকাল

13 JUL 2026

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে গতকাল এক অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ ও এইচএসবিসির প্রতিনিধিরা ছবি : এইচএসবিসি

কৌশলগত অংশীদারত্বে বিজিএমইএ-এইচএসবিসি

পোশাক খাতের নতুন বাজার সম্প্রসারণে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেডের (এইচএসবিসি) মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। মূলত দেশের তৈরি পোশাক খাতের নতুন আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ ও ক্রেতা তৈরি, পণ্য বহুমুখীকরণ, উচ্চ মূল্য সংযোজন (ভ্যালু অ্যাডিশন) এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় দেশের অবস্থান আরো শক্তিশালী করতে এ কৌশলগত অংশীদারত্বে যুক্ত হয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটি।

এ উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এবং এইচএসবিসি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মাহবুব উর রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের একটি সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'ব্যবসায়ীরা এখন শুধু রফতানির পরিমাণ বাড়াতে চায় না; বরং বায়ার, পণ্য ও রফতানি গন্তব্য—সব ক্ষেত্রেই বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করতে চায়। বিশ্বের যেসব বড় ব্র্যান্ড এখনো বাংলাদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করছে না অথবা সীমিত পরিসরে করছে, তাদের এখানে আনাই এ অংশীদারত্বের অন্যতম লক্ষ্য।'

অনুষ্ঠানে এইচএসবিসি বাংলাদেশের সিইও মাহবুব উর রহমান বলেন, 'এ অংশীদারত্বকে শুধু একটি আনুষ্ঠানিক সমঝোতা হিসেবে দেখা যাবে না। দুই প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।' পরিবর্তিত বৈশ্বিক বাজার ও ক্রেতাদের চাহিদা বিবেচনায় নতুন কৌশল গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'বিজিএমইএকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কয়েকটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নীতিগত সহায়তা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্ক ব্যবহারে এইচএসবিসি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।'

অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান, পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, জোয়াদ্দার মোহাম্মদ হোসনে কামার আলম ও এবিএম সামছুদ্দিনসহ বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ছিলেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের হেড অব গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন, করপোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং মো. আশফাকুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বণিক বার্তা

13 JUL 2026

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার

রফতানি পণ্যে দেশীয় সুতা-কাপড় ব্যবহারে নগদ সহায়তা বেড়ে ৫%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রফতানিমুখী বস্ত্র খাতে দেশীয় উৎস থেকে সুতা ও কাপড় ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদনকারীদের জন্য নগদ সহায়তার হার ১ দশমিক ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে গতকাল এ-সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ (এফইপিডি-১)।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, রফতানিমুখী বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড এবং ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধার বিকল্প হিসেবে দেশীয় উৎস থেকে সংগৃহীত সুতা ও কাপড় ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১ দশমিক ৫০ শতাংশ নগদ সহায়তা বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এ সুবিধা পেতে সংশ্লিষ্ট রফতানিকারকদের দেশীয় উৎস থেকে সুতা ও কাপড় সংগ্রহের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। এছাড়া এ-সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ববর্তী সার্কুলার ও নির্দেশনার অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, বর্ধিত এ নগদ সহায়তা চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত রফতানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নির্দেশনাটি কার্যকর করতে অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৫ জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৪৩টি রফতানি খাতে প্রণোদনা ও নগদ সহায়তার হার নির্ধারণ করে একটি সার্কুলার জারি করেছিল। এতে রফতানিমুখী বস্ত্র খাতে দেশীয় উৎস থেকে সুতা ও কাপড় ব্যবহার করে শুল্ক বন্ড এবং ডিউটি ড্র-ব্যাকের বিকল্প হিসেবে নগদ সহায়তার হার ১ দশমিক ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। সর্বশেষ সার্কুলারের মাধ্যমে ওই হার বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হলো। তবে অন্য খাতগুলোর প্রণোদনা ও নগদ সহায়তার হারে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

বণিক বার্তা

13 JUL 2026

পোশাক রপ্তানিতে নগদ সহায়তা বেড়ে ৫ শতাংশ

সমকাল প্রতিবেদক

স্থানীয় উৎস থেকে কাঁচামাল, বিশেষ করে সুতা ও কাপড় সংগ্রহ করে প্রস্তুত করা তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নগদ সহায়তার হার তিন গুণের বেশি বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করল সরকার। রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাকের পরিবর্তে এতদিন বিকল্প নগদ সহায়তা ছিল দেড় শতাংশ। রপ্তানিকারকদের দাবির মুখে এই হার বাড়ানো হয়েছে। এতে স্পিনিং মিল ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান উভয়ে উপকৃত হবে। গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের মাধ্যমে গত ১ জুলাই থেকে জাহাজীকৃত পণ্যে নতুন হারে নগদ সহায়তা দিতে বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশের বস্ত্র খাতের সুতার উল্লেখযোগ্য আমদানি হয় ভারত থেকে। রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রে উৎসাহিত করতে ২০২৪ সালের আগে এ ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হতো। তবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে তিন ধাপে কমিয়ে দেড় শতাংশে নামানো হয়। এরপর দেশীয় সুতা ব্যবহার ব্যাপক কমে স্পিনিং মিলগুলো সংকটে পড়ে। সর্বশেষ অর্থবছর রপ্তানি আয়ও কমে গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ কমে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। আগের অর্থবছর যা ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার ছিল।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সমকালকে বলেন, এক থেকে দুই সেন্ট দরের পার্থক্যের কারণে রপ্তানি আদেশ অন্য দেশে চলে যায়। সরকারের সাড়ে ৩ শতাংশ প্রণোদনা বৃদ্ধির এ সিদ্ধান্তের ফলে রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অনেক বাড়বে। আবার দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো উপকৃত হবে। সব মিলিয়ে অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি হিসেবে নগদ সহায়তা কমানোর পরিকল্পনা ছিল। তবে সরকার থেকে বের হতে আরও তিন বছর সময় চেয়ে জাতিসংঘকে চিঠি দিয়েছে। আগের সূচি অনুযায়ী চলতি বছরের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ হওয়ার কথা ছিল। এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটলে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দেওয়া যাবে না। এ কারণে চলতি অর্থবছরে নগদ সহায়তার হার কোনো ক্ষেত্রে কমানো হয়নি; বরং তৈরি পোশাকের একটি ক্ষেত্রে বাড়ানো হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার

গতকালের সার্কুলারে বলা হয়েছে, রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধার পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা বিদ্যমান ১ দশমিক ৫০ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে হবে। আর প্রণোদনার জন্য দেশীয় উৎস থেকে কাঁচামাল, বিশেষ করে সুতা ও কাপড় সংগ্রহের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। গত ১ জুলাই থেকে জাহাজীকৃত পণ্যে এ হারে নগদ সহায়তা দিতে পারবে ব্যাংকগুলো।

তৈরি পোশাকসহ বর্তমানে ৪৩ ধরনের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা দেয় সরকার। গত ৫ জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরের প্রণোদনার হার অপরিবর্তিত থাকবে জানিয়ে একটি সার্কুলার জারি করে। এখন কেবল দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করে রপ্তানিতে প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে। দেশীয় বস্ত্রে বিকল্প নগদ সহায়তার বাইরে ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র রপ্তানিতে অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ এবং নিট, ওভেন, সোয়েটারসহ তৈরি পোশাকের সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অতিরিক্ত ৩ শতাংশ বহাল থাকছে। বস্ত্র খাতে নতুন পণ্য বা নতুন বাজার সম্প্রসারণ সুবিধা ২ শতাংশ এবং তৈরি পোশাকের বিশেষ নগদ সহায়তা শূন্য ৩ শতাংশ অপরিবর্তিত থাকছে। এ ছাড়া অন্যান্য খাতে প্রণোদনার হার আপাতত একই থাকছে।

The Daily Star

13 JUL 2026

RMG exporters to get 5% incentive for using local yarn

STAR BUSINESS REPORT

The government has raised the cash incentive for export-oriented garment manufacturers using locally produced yarn or fabric to 5 percent, up from 1.5 percent.

The move aims to revive the country's struggling textile spinning industry and reduce its reliance on imported raw materials.

The enhanced incentive will be available only to exporters that source their yarn or fabric from domestic producers, according to a Bangladesh Bank circular issued yesterday following a directive from the finance ministry.

The revised incentive will apply to export shipments made between July 1, 2026, and June 30, 2027, it states. To qualify, exporters must submit documentary proof that they procured yarn or fabric locally before claiming the incentive, it adds.

The decision comes after textile mill owners repeatedly urged the government to restore the incentive, arguing that the earlier reduction had made imported yarn significantly cheaper than locally produced alternatives.

Until January 2024, garment exporters received a 4 percent cash incentive for using domestic yarn. As part of Bangladesh's preparations for graduating from the least developed country (LDC) category, the incentive was first cut to 3 percent and later reduced to 1.5 percent. Exporters also pay a 5 percent tax on the incentive.

Meanwhile, overall yarn import volumes have risen steadily, hurting the local cotton industry.

Industry leaders said the lower incentive widened the price gap between imported and locally produced yarn, triggering a surge in imports, particularly from India.

"We welcome this decision.

It will provide some relief to the local industry and benefit domestic manufacturers," said a director of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), requesting anonymity.

"Imported goods brought in under the bonded warehouse facility are often falsely declared and then diverted to the local market. Because those products carry a much lower cost, our local industry loses out as buyers opt for the cheaper imports," he said.

"Another major problem is that imported yarn frequently enters without the yarn count being declared. There is no indication whether it is 10-count, 80-count, or any other specification. This should not be allowed," the BTMA director added.

"Our spinning mills are already under pressure from rising gas and electricity prices and higher wages. At the same time, Indian spinning mills receive various forms of government support that we do not, making our production costs significantly higher," he said.

The Financial Express

13 JUL 2026

EPB charts $66b export roadmap for FY27

Business leaders seek policy support to meet target

REZAUL KARIM

The Export Promotion Bureau (EPB) has proposed a total export target of $66 billion for the 2026-27 fiscal year, comprising $57 billion from merchandise exports and $9 billion from services sector.

The EPB has submitted the draft proposal to the commerce ministry, requesting prompt review and approval of the targets.

The proposed benchmarks were finalised during a stakeholder consultation, chaired by EPB Vice Chairman and CEO Mohammad Hasan Arif.

Representatives from government ministries and agencies, and export-oriented trade organisations, including BGMEA, BKMEA, BAPA, the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), and the Bangladesh Frozen Foods Exporters Association attended the meeting held at the end of last month.

During the consultations, officials and trade leaders evaluated the global economic outlook, domestic macroeconomic indicators, supply chain readiness, and market diversification strategies before recommending the export target, according to official documents.

According to the EPB, while the export sector has shown resilience, it continues to face persistent global headwinds. The economic ripple effects of the Russia-Ukraine war, escalating Middle East tensions involving Israel and Iran, soaring inflation, and the high cost of imported raw materials have squeezed exporters' profit margins.

The bureau also raised concerns that the country's graduation from Least Developed Country (LDC) status will gradually reduce access to preferential trade benefits.

When contacted, Commerce Secretary Md Ataur Rahman Khan said, "We have already held a meeting on the export target, which will be announced soon after finalising it for the current fiscal year. The EPB is currently working on the issue."

At the meeting, business leaders urged the government to introduce targeted policy support to help exporters meet the ambitious target.

They called for lower logistics costs, faster implementation of automated customs and trade facilitation systems such as the National Single Window, rationalisation of import duties on industrial raw materials, particularly for the furniture, plastics and leather sectors, and timely disbursement of cash incentives.

Furthermore, exporters stressed the need to accelerate negotiations on bilateral and regional trade agreements, including Free Trade Agreements (FTAs), Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPAs) and Economic Partnership Agreements (EPAs), with major markets such as the European Union, Japan and South Korea to safeguard market access post-LDC graduation.

The Ready-Made Garment (RMG) sector, which faced a slight negative growth curve recently due to weakened consumer purchasing power in Western markets, is expected to remain the primary engine of the country's export earnings.

According to official documents, the EPB has proposed an export target of $45.8 billion for the sector in FY27, including $24.11 billion from knitwear and $21.69 billion from woven garments.

The EPB has also set ambitious goals for other export-oriented manufacturing sectors.

Among other sectors, leather and leather goods have been assigned a target of $1.44 billion, including $810 million from leather footwear.

Agricultural products are expected to generate more than $1.17 billion, including $230 million from tobacco and $170 million from fruits.

Jute and jute goods exports have been targeted at $1.017 billion, with jute yarn and twine projected to contribute $620 million.

Home textiles are expected to earn $1.065 billion, engineering products $803.8 million, and pharmaceutical exports $290 million.

The EPB has set a $9 billion target for service exports in FY27.

Transportation services are expected to generate $1.65 billion, followed by other business services at $1.54 billion.

Computer and IT services have been assigned a target of $855 million, including $750 million from data processing and hosting services, while telecommunications services are projected to earn $935.82 million.

Officials said achieving the overall export target would depend on stronger performance across both the manufacturing and services sectors amid an increasingly challenging global trade environment.

rezamumu@gmail.com

The Financial Express

13 JUL 2026

Cash incentive for local textile exports raised to 5.0pc for FY27

Bangladesh Bank (BB) on Sunday increased the cash incentive for the export-oriented local textile sector to 5 percent from the previous 1.5 percent for the 2026-27 fiscal year to encourage the use of domestically produced raw materials and enhance export competitiveness.

The Foreign Exchange Policy Department (FEPD) of the central bank issued the revised directive through Circular No. 19, amending the provisions of FEPD Circular No. 17 issued on July 5, 2026.

According to the circular, the revised rate applies to the alternative cash assistance of the existing export incentive policy.

The increase follows a government directive aimed at providing greater support to the country's export-oriented textile and apparel sector, particularly exporters that source yarn and fabrics from domestic manufacturers instead of using bonded warehouse facilities or duty drawback schemes.

The enhanced incentive is intended to strengthen the competitiveness of local textile manufacturers amid evolving global economic conditions while promoting greater value addition through domestic sourcing.

To qualify for the incentive, exporters must be members of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), or other relevant trade bodies.

They are also required to submit documentary evidence proving that yarn, fabrics and other eligible raw materials were procured from local suppliers.

Bangladesh Bank said the increase in the incentive rate does not alter the existing procedures for collecting and verifying locally sourced yarn and fabrics.

Exporters must continue to comply with the provisions of FEPD Circular No. 07 dated June 3, 2003, FEPD Circular No. 09 dated March 5, 2001, and other applicable regulations.

The revised cash incentive will be applicable to eligible export shipments made between July 1, 2026, and June 30, 2027.

The circular instructed all authorised dealer banks and concerned stakeholders to implement the revised incentive with immediate effect.